দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... APR. 2 2 1999
পৃষ্ঠা ২৭ কলাম ৩

123

দেশের প্রথম সাঁওতাল ভাষায় প্রাথমিক বিদ্যালয় উদ্বোধনের পর এক আদিবাসী শিশুর হাতে বই তুলে দিচ্ছেন সাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক। —ছবিঃ লেখক

চালু হয়েছে সাঁওতাল ভাষার স্কুল

ফুলমুনী হাঁসদা। রূপালী মুরমু। আরসু হেমরম। সুড়ানা মারডী। সুমিত্রা টুডু। আদিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়ে এরা। আলোকধারায় উদ্ভাসিত হতে চলেছে তারা। গত ২০ মার্চ এদের জীবনের ঐতিহাসিক পরিবর্তনের শুভ সূচনা শুরু হয়েছে। বাংলাদেশে সাঁওতাল ভাষায় প্রথম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্বোধনী দিনে তারা নিজ সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার দৃপ্ত শপথে হাতে তুলে নিয়েছে বই-স্লেট। রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ি থানার পশ্চাৎপদ গ্রাম বর্ষাপাড়া। বসতি আদিবাসী সাঁওতালের। প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম এ আদিবাসীদের বেশীর ভাগ সদস্যই থেকেছে নিরক্ষর। নিজভূমে তারা পরবাসী জীবনযাপন করছে। নিপীড়িত, নির্যাতিত হয়েছে প্রতিবেশী অন্যসব সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর হাতে। শিকারের চিরাচরিত ঐতিহ্য ভুলে সাঁওতালরা এখন নেমে পড়েছে ক্ষেতে। নারী-পুরুষ সবাই মিলে সব ধরনের কাজ করে তারা দেশের অর্থনীতিতে এখন ভূমিকা রাখছে। অথচ বরাবর নাগরিক সব সুবিধা থেকে এরা থেকেছে বঞ্চিত। আদিবাসী এসব জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালের ৩ সেপ্টেম্বর রাজশাহীতে আত্মপ্রকাশ করেছে 'জাতীয় আদিবাসী পরিষদ' নামের একটি সংগঠন। বিভিন্ন সময় নানান কর্মসূচী নিয়ে আদিবাসী পরিষদ আন্দোলন করেছে। এ সংগঠনের উদ্যোগেই রাজশাহীর গোদাগাড়ি থানার বর্ষাপাড়া গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সাঁওতাল ভাষায় বাংলাদেশের প্রথম প্রাথমিক বিদ্যালয়। 'গগো আড়াংতে পাড়হা ঃ ইঞ চেদ' (মাতৃভাষায় পড়তে চাই)। সাঁওতাল আদিবাসীর দীর্ঘদিনের এ দাবীর প্রেক্ষিতে গত ২০ মার্চ আদিবাসী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শুভ উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক। ১৮ জন ছাত্র ও ১৭ জন ছাত্রী নিয়ে যাত্রা শুরু হওয়া এ বিদ্যালয়ের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে 'গিদরীকোয়া ঃ পীহিল পুথি' নামক একটি বই। ৩০ পৃষ্ঠার এ বইয়ে ছবির সাহায্যে বাংলা বর্ণমালা পরিচয় করিয়ে দিতে ব্যবহৃত হয়েছে সাঁওতাল ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষা। সাঁওতাল শিশুদের তাদের ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষা শিক্ষা দেয়ার জন্য তাদের জনগোষ্ঠীর একজন শিক্ষিকাকে মাসিক ছয়শ' টাকা বেতনে নিয়োগ দেয়া হয়েছে আদিবাসী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। পরি টুডু নামের এ শিক্ষিকা বাংলা ভাষায় লেখাপড়া করেছেন দশম শ্রেণী পর্যন্ত। গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ ট্রাস্টের সহায়তায় জাতীয় আদিবাসী পরিষদ সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর শিশুদের শিক্ষিত করতে তাদের এ প্রয়াস অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছে গত ২০ মার্চ আদিবাসী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। উদ্বোধনী এ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রেখেছেন-হাসান আজিজুল হক, জুলফিকার মতিন, শহিদুল ইসলাম, সৈয়দ এম কোরেশী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজনৈতিক নেতা ফজলে হোসেন বাদশা, কৃষক নেতা আনিসুর রহমান মল্লিক, রফিকুল ইসলাম পিয়ারুল, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি অনীল মারান্ডী, সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ সরেন, রাজশাহী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান, দৈনিক মানবজমিনের সাংবাদিক শ.ম সাজু, দৈনিক সোনালী সংবাদের সাংবাদিক হাসান মিল্লাত প্রমুখ। ২০ মার্চ স্কুলের উদ্বোধন-উপলক্ষে এসব গুণী ব্যক্তিকে কাছে পেয়ে আনন্দে উদ্বেলিত হয়েছিল ধুলোধূসরিত বর্ষাপাড়া সাঁওতাল বসতি। নানান পোশাকে সেজে সাঁওতাল নারী-পুরুষ তাদের ঐতিহ্যবাহী নাচ-গানের মাধ্যমে বরণ করে নিয়েছিল অতিথিদের। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বর্ষাপাড়া গ্রামের সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মোড়ল বিশ্বনাথ হেমরম জানান, 'গগো আড়াং রুখিয়ী দহয়ীঞ'। যার বাংলা অর্থ— 'নিজের ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই।' ❑ হৃদয় রহমান